# পাঠক ফোরাম

## জামায়াত শিবিরের দৌরাত্ম্য

আজ দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন নারী-শিক্ষার প্রতি জোর দিতে চাইছেন, তখন তাদেরই জোটভুক্ত একটি দল গায়ের জোরে ছাত্রছাত্রীদের হুমকি দিয়ে তাদের লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে। বগুড়ার জামিলনগরে মেস ভাড়া করে থাকা ২০০ ছাত্রীকে হুমকি দিয়েছে ছাত্রশিবির ও জামায়াতে ইসলামী। ছাত্রীরা এখানে থাকলে নাকি নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেবে। ছাত্রীরা মেস ভাড়া নিয়ে পড়াশোনা করলে এলাকার নৈতিকতার মান নেমে যায় বলে নসিহত করার তারা কে? তারা দেশটাকে কি পেয়েছে? একজন নাগরিকের পড়াশোনা করার দায়িত্ব সংবিধানে উল্লেখ আছে। এটি পাঁচটি মৌলিক অধিকারের একটি। এতে ছেলে বা মেয়ে, ছাত্র অথবা ছাত্রী উল্লেখ নেই। সবার অধিকার সমান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ক্ষমতার জোরে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাদের হটিয়ে দিতে চাইছে জামায়াত-শিবির। ঐ এলাকার মেস মালিকদের সময় বেঁধে দিয়েছে ছাত্রীদের উচ্ছেদ করার জন্য। আর সময়মতো উচ্ছেদ না করলে মেস মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ারও হুমকি দিয়েছে। এ রকম হুমকির মুখে স্থানীয় প্রশাসন ও সরকার কি চোখ বন্ধ করে থাকবে?

**মাহী**
**সিলেট**

## উন্নয়নের জোয়ার

জোট সরকারের উন্নয়নের জোয়ারের ভাঙা রেকর্ড অহরহ বেজেই চলেছে। কিন্তু এক দিনের বৃষ্টিতে খোদ সচিবালয়সহ পুরো ঢাকা শহর তলিয়ে যাওয়ার দৃশ্য, টেংরাটিলার হাজার হাজার কোটি টাকার গ্যাসসম্পদ পুড়ে যাওয়া, বিমানের একের পর এক মুখ থুবড়ে পড়া কোনো কিছুই সরকারকে বিচলিত করছে না। সন্ত্রাসী সগীর নিহত হওয়ার পর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীরা ফুলেল শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে সন্ত্রাস দমনে উন্নয়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ও আশ্বাস কার্যকর করতে প্রশাসনকে বাদসাধতে দেখা যায়। বাংলা ভাই গ্রেপ্তারে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ বারবার চরমভাবে উপেক্ষিত হওয়ার পরও কোনো উচ্চবাচ্য নেই। মনে হচ্ছে অনেক কিছুই সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সামাল দিতে ব্যর্থ হচ্ছে সরকার। অথচ গালভরে উন্নয়নের জোয়ারের কথা বলা ছিল। তবে কথা হচ্ছে, একটু ভেবে দেখতে হবে এই যে উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে, তা আসলে কিসের উন্নয়ন, কাদের উন্নয়ন?

**মজহারুল ইসলাম মজুমদার**
**তোপখানা রোড,**
**সেগুনবাগিচা, ঢাকা**

## সমতা এবং সমৃদ্ধি

দক্ষ জনসংখ্যা একটি দেশের জন্য একদিকে যেমন সম্পদ, অন্যদিকে তেমনি অতিরিক্ত জনসংখ্যা কোনো দেশের অন্য আপদ স্বরূপ। জনসংখ্যা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'নারী-পুরুষের সমতাই সমৃদ্ধি'। এখন প্রথমে আমরা দেখবো সমতা বিষয়টি কি। 'সমতা' অর্থ হলো শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলেমেয়ের সংখ্যা সমান হবে এবং নারীদের জন্য কর্মকাণ্ড ও স্বাস্থ্য সেবাসহ সব সুযোগ উন্মুক্ত থাকবে। অর্থাৎ দেশের রাজনীতি, সমাজ ও পরিবারে সর্ব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ক্ষমতা থাকতে হবে। আমাদের দেশের নারীরা কি সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার রাখে? নারীর অধিকার রক্ষায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নতুন নতুন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে।
আমাদের দেশেও বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যেমন- এসিড নিক্ষেপ দমন আইন ২০০২, যৌতুকবিরোধী আইন ১৯৮০। কিন্তু এই আইন বাস্তবে কতটা প্রয়োগ করা হয়। এখনো আমাদের দেশের নারীরা যৌতুকের বলি হয়, এসিড নিক্ষেপে ক্ষতবিক্ষত হয়। অপরাধীরা আইনের ফাঁকফোকর গলে বেরিয়ে আসে।
পুরুষশাসিত এই সমাজে নারীদের আরো সমৃদ্ধ করতে হলে পুরুষদেরই নারীদের জায়গা করে দিতে হবে। তাদের পাশাপাশি চলার জন্য নিশ্চিন্ত পথ করে দিতে হবে। নারীকে কেবল নারীই নয়, একজন মানুষ ভাবতে হবে। তাহলেই সমতা এবং সমৃদ্ধ শব্দ দুটির সঠিক ব্যবহার হবে।

**ডা. মোস্তফা আব্দুর রহিম**
**সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র**
**মিরপুর, ঢাকা**

## হত্যার শাস্তি জরিমানা!

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'আমরা কী খাচ্ছি' শীর্ষক প্রতিবেদনটি দেশের মানুষকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে। বিষয়টি ভাবিয়ে তোলার মতোই। সোজা কথা, খাদ্যের বদলে আমরা বিষ গ্রহণ করছি। অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই ভেজালের অভিযোগ রয়েছে। ইগলু, সেভয় আইসক্রিম, মুসলিম সুইটস এমনকি হেলভেশিয়া, সুইসের মতো জনপ্রিয় ফাস্টফুডও আমাদের বিষ খাওয়াচ্ছে। কিন্তু কথা হলো যে প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষকে এভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে, নীরবে হত্যা করছে, তাদের শাস্তি কেবল ৫-৭ হাজার টাকা! কেন সরকার কী চাইলে তাদের লাইসেন্স বাতিল বা ১ বছরের জন্য উৎপাদন কিংবা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে না? এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য সামান্য এই জরিমানা আসলে অর্থহীন। কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, জরিমানা পরিশোধ করে তারা আগে যা করতো এখনো তাই করবে বা করছে।

**শামসুল আরেফিন**
**নীলক্ষেত, ঢাকা**

## তবে কার ইশারায়...

তিন খুনের আসামির মধ্যে একজন বিএনপি নেতা মহিউদ্দীন জিন্টু। তিনজনের ফাঁসির আদেশ হয়। দু'জনের ফাঁসি কার্যকর হয়। জিন্টু পালিয়ে যায় সুইডেন। পলাতক, খুনি, ফেরারি আসামি জিন্টু দীর্ঘ ২২ বছর পর বাংলাদেশে ফিরে আসে। তবে কার ইঙ্গিতে, কোন অদৃশ্য শক্তির ইশারায়! সুইডেন থেকে ফিরেই জিন্টু আদালতে আত্মসমর্পণ করে। ১২ দিন কারাগারে থাকে। আর এরই মধ্যে জিন্টুর ফাঁসির দণ্ড মওকুফের ফাইল এক অদৃশ্য শক্তির ইশারায় দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। জিন্টুর আবেদনপত্র, ফাঁসির আদেশ মওকুফের ফাইলপত্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে আইন মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় থেকে প্রধানমন্ত্রী, সবশেষে ফাইল রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর হয়। এই দ্রুতগতিতে ফাইলের চলা ও রাষ্ট্রপতির ফাঁসির দণ্ড মওকুফের ঘোষণা দেশবাসীকে বিস্মিত করেছে। জোড়া খুনের বিচারে তিনজন খুনি আসামির দণ্ডাদেশ ফাঁসি কার্যকর হবে একই সঙ্গে, কিন্তু তা হয়নি। দু'জন আসামির রায় কার্যকর হয়েছে। জিন্টু ছিল পলাতক। সেই জিন্টুর দেশে প্রত্যাবর্তন, আত্মসমর্পণ, দ্রুতগতিতে ফাইল রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত যাওয়া এবং ফাঁসির দণ্ডাদেশ মওকুফ। স্বাভাবিকভাবেই জনমনে প্রশ্ন এসে যায়- এখানে এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে। সেই অদৃশ্য সবল হাত কার? সেই শক্তিকে খুঁজে বের করতে হবে সরকারকে। মন্ত্রণালয়ের কোন সে ব্যক্তি আইনের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে এই খেলা খেলে চলেছেন! এ জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

**মোঃ ওয়াজেদ আলী প্রধান, ধানমন্ডি, ঢাকা**

## আর কতকাল...

ছোটবেলায় আমরা সবাই একটি কবিতা পড়েছিলাম 'কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আসি বিষে দংশেনি যারে। এর প্রমাণ আবার আমরা পেলাম বাণিজ্যমন্ত্রীর বাজার সম্পর্কে সাম্প্রতিক মন্তব্যে। যে শ্রমিক তার সারা দিনের কষ্টানুভূতি আর রক্ত ঘাম ঝরা পরিশ্রমের বিনিময়েও তার পরিবারের জন্য একদিনের বাজার করতে পারে না কিংবা সেসব বেসরকারি শিক্ষকগণ যারা গত তিন-চার মাস ধরে বেতন পান না, তারা জানেন বাজারে আগুন লেগেছে কি লাগেনি। এসি রুমে বসে যে কোনো ধরনের মন্তব্য করা যায়। কিন্তু বাজার ঘুরে এসে একবার দেখলেই যে কেউ নিজের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করার জন্য বলবে না যে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ঘটেনি। আর কতকাল রাজনৈতিক মিথ্যাচার, সহ্য করবো? দেশ সম্পর্কে আমরা যারা এতোকিছুর পরও আশাবাদী, তারাও হয়তো হতাশার যক্ষ্মায় ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাবে? তবুও কী রাজনৈতিক ভণ্ডামি আর নির্লজ্জ মিথ্যাচার বন্ধ হবে না। আর আমাদের হৃদয়ের রক্তক্ষরণও থামবে না।

**সাইফ পরাগ**
**মোহাম্মদপুর, ঢাকা**
**E-mail : saief14@yahoo.com**

## দৃষ্টি আকর্ষণ

## অন্ধকারে বসবাস করছি আমরা

কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানাধীন জুরানপুর একটি বর্ধিষ্ণু ও জনবহুল গ্রাম। এ গ্রামে প্রায় ৫ হাজার লোক বাস করে! দু'বছর আগে গ্রামটি বিদ্যুতায়িত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, বিদ্যুতায়নের পর থেকে এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভ্রাট এলাকার একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১৫-২০ বার বিদ্যুৎ চলে যায়। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ একেবারেই থাকে না। ফলে জনজীবন ওয়ে উঠছে দুর্বিষহ। বিদ্যুৎ চলে গেলে এলাকাবাসীকে কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করতে হয়। তাছাড়া কিছুদিন আগে এসএসসি পরীক্ষার সময় দাউদকান্দি থানার গৌরীপুর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলাকালে বিদ্যুৎ চলে যায়, পরীক্ষার হলে মোম দেয়া হয়। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার দারুণ ব্যাঘাত ঘটছে। অন্যান্য কল-কারখানাও বন্ধ হবার উপক্রম। ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে কয়েকবার আবেদন করেও কোনো ফল হয়নি। আশা করি কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেবে।

**মোঃ আলআমিন প্রধান**
**জুরানপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা**

## ওদেরকে শেখাতে হবে

শুক্রবার দিন জুমার নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে কিছুটা পথ আসার পর দেখলাম জানাজা শেষে একজনের মৃতদেহ নিয়ে বেশ কিছু লোক গোরস্থানের দিকে যাচ্ছেন। সম্মুখভাবে বেশ কিছু যুবক ছোট লাঠি হাতে রাস্তার দু'পাশের গাড়িগুলোকে ধমক-ধামক দিয়ে থামিয়ে দিচ্ছে। গাড়ি থামতে একটু দেরি করলে গাড়ি ভেঙে ফেলা হবে বলে শাসাচ্ছে। শব মিছিলের অগ্রভাগে ছেলেদের কান্ড দেখে মনে হলো তারা যেন কোনো বিজয় মিছিল নিয়ে যাচ্ছে। তরুণ শ্রেণী আজ দিগ্‌ভ্রান্ত। তাদের চলন-বলন, আচার-আচরণ উগ্র। তারা বুদ্ধি দিয়ে চলে না, চলে গায়ের জোরে। অভিভাবকগণ তাদেরকে সঠিক পথে চালাতে পারছে না। সামাজিক পরিবেশ এদের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের কোনো উপকারে আসছে না। বরঞ্চ এরাই বিপথে পরিচালিত করতে উৎসাহ যোগায়। নতুন প্রজন্ম আগামীদিনে সমাজ চালাবে, দেশ চালাবে। কিন্তু এদের পরিচালনায় দেশ কেমন চলবে তা এখনই উপলব্ধি করা যায়। মনিং শো'জ দ্য ডে। এখন থেকে যদি অভিভাবক, সমাজপতি এবং রাজনৈতিক নেতারা এদের সঠিক পথে পরিচালিত না করেন তবে সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন দেশ ও সমাজ ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হবে। এ দুরবস্থা থেকে তরুণ সমাজকে মুক্ত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এখনই। এদের যথাযথ শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। শেখাতে হবে সুষ্ঠু আচার-আচরণ।

**জাহাঙ্গীর চাকলাদার**
**লালবাগ, ঢাকা**

## লাগামহীন দ্রব্যমূল্য

বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের বাজার

সাধারণ মানুষের একেবারে ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। মাত্র ১৫ দিন আগে যেখানে মোটা চাল ১৬-১৭ টাকা ছিল, আজ তা ২০-২২ টাকা দরে বিক্রি করছে ব্যবসায়ী। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে ডাল, তেল, লবণ, পেঁয়াজ, রসুনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সব দ্রব্যসামগ্রী। যেখানে একজন রিকশাচালক দৈনিক আয় করে ১০০-১২০ টাকায় তার চাল, ডাল, তেল, লবণ ও কাঁচা বাজারসহ প্রতিদিন খরচ হয় ১৫০ টাকা, তাহলে তার চলে কীভাবে? তাকে ৩০ টাকা ধার করতে হয়। আর সেই দেনা শোধ করতে তাকে বাড়তি শ্রম দিতে হবে, নয়তো চুরি বা ছিনতাই করতে হবে। অথচ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাজেট অধিবেশনে সংসদে ভাষণদানকালে বলেছেন, দ্রব্যমূল্য বাড়েনি। আবার বেতন বৃদ্ধির কথাও তিনি বলেছেন। হ্যাঁ আমরাও তাই বলি। কেননা ১৪ কোটি জনগণ সবাই তো সরকারি চাকরি করে! দেশে তো কোনো বেকার যুবক নেই। তাই দেশে কোনো অপরাধও নেই, তাই না। অথচ প্রতিদিন পত্রিকার পাতা উল্টালেই দেখা যায় খুন, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধমূলক খবর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা থাকলে অনেক কিছুই চোখে পড়ে না, অথচ পড়া উচিত।
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি খোলা বাজার নিয়ন্ত্রণ করুন। নইলে জনগণ ঠিকই জবাব দেবে। তা আপনি বুঝতেই পারবেন না। আর যখন বুঝবেন তখন করার কিছুই থাকবে না।

**মোঃ মান্নান রহমান মুন্না**
**রাউজান, চট্টগ্রাম**

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। নাম-ঠিকানা দেবেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হলে জানাবেন। চিঠি পাঠাবার ঠিকানা:
**ফোরাম**
**সাপ্তাহিক ২০০০**
**৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০**

## বুড়িগঙ্গা বাঁচাও

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বুড়িগঙ্গা নদী আজ অবহেলিত। এককালে বুড়িগঙ্গা ছিল নদীপথে দূর-দূরান্তে যাতায়াতের একমাত্র সম্বল। বর্তমানে এ নদীর পানি বিষাক্ত এবং দুর্গন্ধময়। বিশ্রী দুর্গন্ধের জন্য নদীর কাছে যাওয়াই কষ্টকর। অথচ এই নদী দিয়ে এখনো হাজার হাজার নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার, কার্গো, টাগ, বার্জ ইত্যাদি যাতায়াত করছে। তবে এই নদীর পানি কোনো ক্রমেই ব্যবহারযোগ্য নয়। পানি ব্যবহারকারী স্থানীয়দের ইতিমধ্যে চর্মরোগ থেকে শুরু করে চুল ওঠা, পেটের পীড়া ও অন্যান্য রোগ দেখা দিচ্ছে। মিটফোর্ড হাসপাতাল, হাজারীবাগের ট্যানারি ও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার নোংরা ও দূষিত পানি, বর্জ্য পদার্থ, নদীর তীরঘেঁষা কলকারখানার ক্যামিক্যালমিশ্রিত পানি, স্যুয়ারেজ ও ড্রেন-নর্দমার হাজার হাজার গ্যালন নোংরা পানি প্রতিদিন বুড়িগঙ্গা নদীতে পড়ছে। এতে বুড়িগঙ্গার পানি একেবারে পচে গেছে। দুর্গন্ধের জন্য নদীর আশপাশে বসবাসকারী, লোকজনের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। অথচ এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নীরব ও নির্বিকার।

**মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী**
**ফরিদাবাদ, ঢাকা**